ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

দীপিকা-আলিয়া পারলেও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি ক্যাটরিনা!

পৃঃ ৫

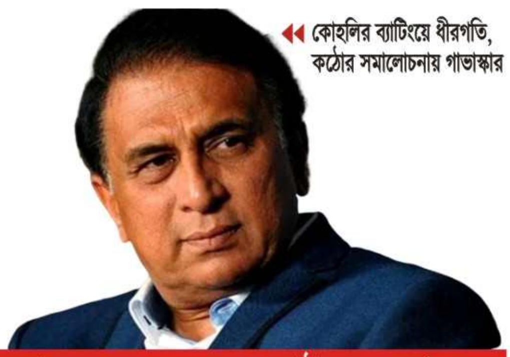

কোহলির ব্যাটিংয়ে ধীরগতি, কঠোর সমালোচনায় গাভাস্কার

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১১৮ ● কলকাতা ● ১৮ বৈশাখ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ০১ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

গ্রিন সিটি মিশন দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলায়

প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি নির্দেশ খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কাঁথি পুরসভার গ্রিন সিটি মিশন দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলায় প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি নির্দেশ খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের মতে, রাজ্যের বক্তব্য না শুনেই এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাদা কৃষ্ণেন্দু অধিকারীকে হয়রানি করার অভিযোগে কাঁথির এসডিপিও-কে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার এই মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত ডিভিশন বেঞ্চের কাছে জানান, ওই মামলায় সেই সময় রাজ্যের তরফে কোনও আইনজীবী ছিলেন না। তাছাড়া নির্দেশেও কিছু রেকর্ড করা হয়নি। যেদিন আদালতে আবেদন করা হয়েছিল সেদিনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

এর পাশাপাশি সরকারের বিরুদ্ধে অভিজিতের একাধিক নির্দেশের কথাও উল্লেখ করেছেন। যদিও প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। তবে সরকারের বক্তব্য শোনা হয়নি বলে নির্দেশ বাতিল করে দেয়।

ডিভিশন বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণ করে অভিজিতের নির্দেশ বাতিল করলেও কৃষ্ণেন্দুর আবেদন বাতিল করেনি। আগামী জুন মাসে মামলাটি নতুন করে শুনানির নির্দেশ দিয়েছে আদালত। নির্দিষ্ট বিচারপতির কাছে শুনানির জন্য মামলাটি তালিকাভুক্ত করতে রেজিস্ট্রার নির্দেশ দিয়েছে। সেই সংক্রান্ত নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতি থাকাকালীন একের পর এক রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক রায় দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে

এরপর ৩ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ১লা মে, ২০২৪ "মে দিবস" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ২রা মে, ২০২৪ তারিখে আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী ৩রা মে, ২০২৪ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

মন্ত্রী ও বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি

মাসে ৪০ হাজার টাকা করে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের মাঝেই রাজ্যের মন্ত্রী-বিধায়কদের জন্য বিরাট সুখবর। আগামী মাস অর্থাৎ মে মাসের শুরু থেকেই বর্ধিত হারে বেতন পাবেন মন্ত্রী-বিধায়করা। পাশাপাশি গত চার মাসের বকেয়া বর্ধিত বেতনও একই সাথে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর নভেম্বর মাস থেকেই বর্ধিত বেতন দিতে উদ্যোগী হয়েছিল রাজ্য সরকার। তবে বিল পাশ এবং অনুমোদন নিয়ে বিস্তর টানাপোড়েন চলেছিল নবান্ন এবং রাজভবনের মধ্যে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের অনুমোদন না পাওয়ায় এতদিন বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তবে এতদিনে রাজ্যপাল অনুমোদন দেওয়ায় মে মাস থেকেই মিলবে বর্ধিত হারে বেতন।তবে পয়লা মে সরকারি ছুটি থাকায় সেদিনই বর্ধিত বেতন পাবেন না তারা। সূত্রের খবর অনুযায়ী, পয়লা মে-র পর মাঝে আবার শনি-রবিবার পড়েছে, তাই

এরপর ৩ পাতায়

দিল্লির শাসকেরা বাংলার বুকে তাঁদের ৬ প্রার্থীকে

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রদান করেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সবাই হাসছে। যে শুনছে সেই হাসছে। হাসছি মোরা হাসছি দেখ, হাসছি মোরা আহ্লাদী, হাসছি কেন কেউ জানে না, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই। ভাবছি মনে, হাসছি কেন? থাকব হাসি ত্যাগ করে ভাবতে গিয়ে ফিকফিকিয়ে ফেলছি হেসে ফ্যাক ক'রে। হ্যাঁ এটাই এখন অবস্থা বেশির ভাগ বাঙালির। কেননা দিল্লিতে যখন গণেশের গদি ওল্টানোর সময় এসে গিয়েছে, তখন দিল্লির শাসকেরা বাংলার বুকে তাঁদের ৬ প্রার্থীকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রদান করেছে। কেন হাসছেন সবাই? কেননা মোদি সরকার এবং বিজেপির নেতারা মুখে যত বড় বড় ডায়লগ আউড়ে চলুন না কেন, গোদি মিডিয়া সকাল থেকে রাত অবধি যতই বলুক না কেন, 'আপ কে বার ৪০০ পার' মনে হচ্ছে না আর বাস্তবায়িত হবে। বরঞ্চ প্রথম দুই দফার ভোটচিত্র বলে দিচ্ছে ২০০ পার করতেই হাঁফ ধরে যাবে গেরুয়া শিবিরের। সেখানে ক্ষমতা ধরে রাখা দূর অস্ত। বিরোধীরাও সেই রকমই দাবি করে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর 'গ্যারেন্টি'র সুরও তাই আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে না 'মোদি ক্যা গ্যারেন্টি' বা 'আব কে বার ৪০০ পার'। এই যখন অবস্থা তখন আর ১ মাসের জন্য ৭-৮জনকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা

এরপর ৩ পাতায়

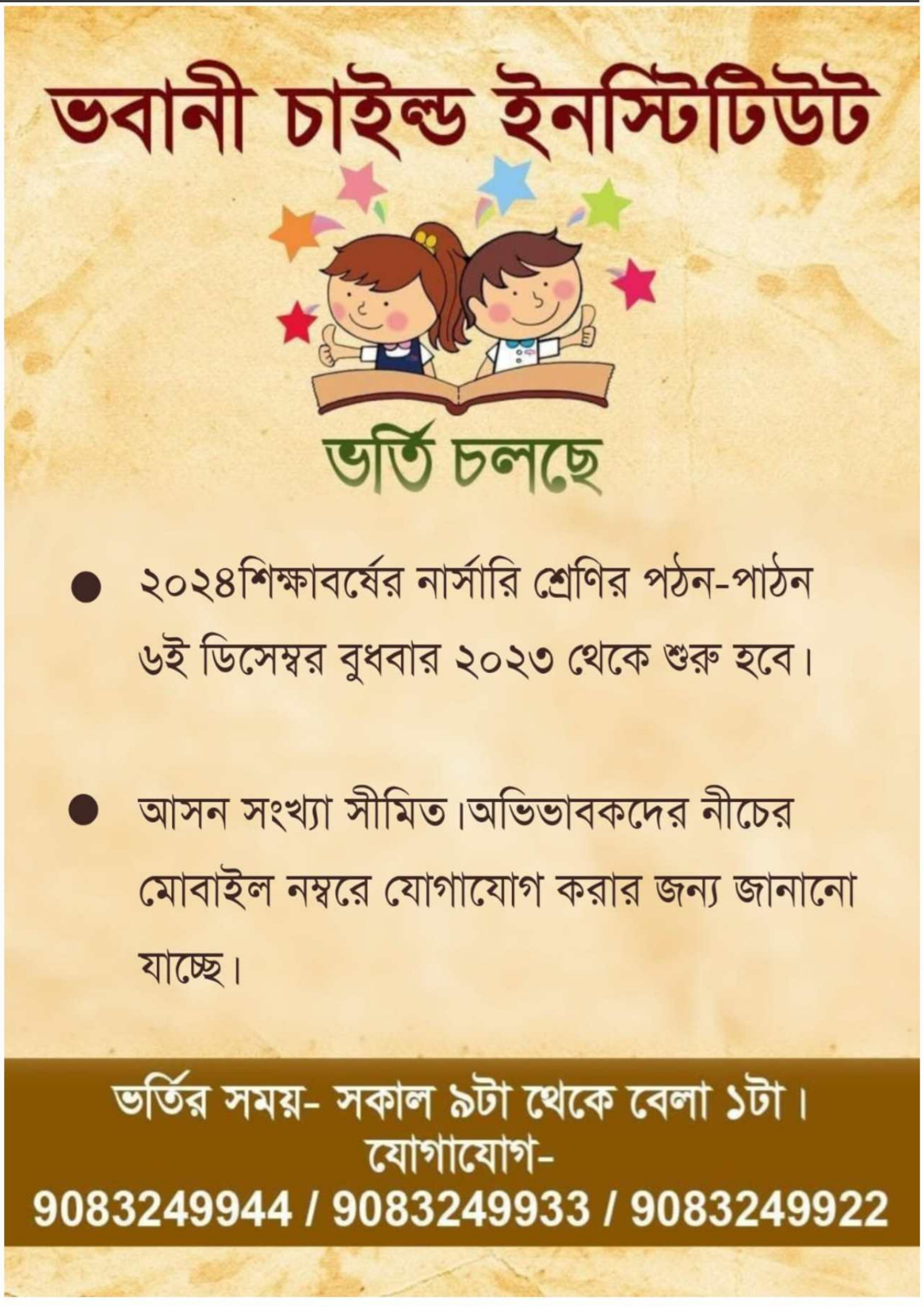

সারদা মঠের সদর দফতরে শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করেন আনন্দপ্রাণা মাতাজি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রয়াত সারদা মঠ এবং রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অধ্যক্ষা প্রবীণতম সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণা মাতাজি। সূত্রের খবর, বিগত কয়েক দিন বয়সজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৫৪ মিনিট নাগাদ সারদা মঠের সদর দফতরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আনন্দপ্রাণা মাতাজি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। সারদা মঠের পঞ্চম সভাপতি ছিলেন প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণা। ১৯২৭ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর মধ্যে ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরানুরাগ ছিল প্রবল। যোগাযোগ ছিল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গেও। বেলুড় মঠের সপ্তম সভাপতি স্বামী শঙ্করানন্দের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণা বাগবাজার নিবেদিতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন।

পরে সারদা মঠের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। ২০২২ সালে এই মঠের চতুর্থ সভাপতি প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণার জীবনাবসানের পর, ২০২৩ সালের ১৪ জানুয়ারি ওই পদে বসেন আনন্দপ্রাণা মাতাজি। তাঁর আগে সঙ্ঘের সহ-সভাপতি পদের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। সারা জীবন সমাজ ও মানব কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন আনন্দপ্রাণা মাতাজি। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া সঙ্ঘে।মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ থেকে প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণার দেহ দক্ষিণেশ্বরে সারদা মঠের প্রধান কার্যালয়ে রাখা থাকবে। সেখানেই ভক্তেরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পাবেন বলে সারদা মঠ সূত্রে জানানো হয়েছে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত তাঁর ভক্তরা প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। তার পরই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে সারদা মঠ সূত্রে খবর। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে পোস্ট করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তিনি।

অধ্যাপক প্রণব বর্ধন নাকি একবার রাজ্যের প্রত্যেকটি

পরিবারপিছু মাসিক ৭৫০০ টাকা করে অনুদান দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ।এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মহিলাদের মাসিক ১০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। তফশিলি জাতি-উপজাতি এবং অনগ্রসর জনজাতির মহিলাদের ভাতার পরিমাণ হল ১২০০ ।অভিজিতের দাবি, বাংলার স্বনামধন্য এক অর্থনীতিবিদের প্রস্তাব 'চুরি' করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তথা ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রণব বর্ধন নাকি একবার রাজ্যের প্রত্যেকটি পরিবারপিছু মাসিক ৭৫০০ টাকা করে অনুদান দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব থেকেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের 'আইডিয়া' নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন বিজেপি প্রার্থী। অভিজিৎ বলেন, প্রণব বর্ধন পরিবারপিছু মাসিক ৭৫০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও, সেটা না মেনে অল্প টাকা দিয়ে নিজেদের দিকে ভোট টানার চেষ্টা করছে তৃণমূল ।এবার এই প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের শাসক দলকে বিঁধলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলকাতা হাই কোর্টের এই প্রাক্তন বিচারপতি লোকসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তমলুক থেকে তাঁকে দাঁড় করিয়েছে গেরুয়া শিবির। এরপর থেকে একাধিকবার তৃণমূলকে নিশানা করেছেন তিনি। এবার যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে সরব হলেন এই রাজনীতিক।

লোকসভা ভোটের আবহে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধি করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার । যে কারণে মুখে হাসি ফুটেছে রাজ্যের মহিলাদের। এর প্রভাব ভোটবাক্সে পড়বে বলে অনুমান ওয়াকিবহাল মহলের। তবে এবার এই প্রকল্প নিয়েই সুর চড়ালেন অভিজিৎ। তমলুকের বিজেপি প্রার্থী বলেন, মাসিক ১০০০ কিংবা ১২০০ নয়, প্রথমে বাংলার প্রত্যেকটি পরিবারপিছু মাসিক ৭৫০০ টাকা করে অনুদান দেওয়ার প্রস্তাব ছিল।

উল্লেখ্য, চব্বিশের লোকসভা ভোটে তমলুক কেন্দ্রের দিকে নজর থাকবে অনেকের। তৃণমূল, বিজেপি, বাম, তিন দলের তরফ থেকেই হেভিওয়েট প্রার্থী দেওয়া হয়েছে এই কেন্দ্রে। তৃণমূল এই আসনে দাঁড় করিয়েছে যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্যকে। অন্যদিকে বামেদের তুরুপের তাস তরুণ আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীরভূমের রামপুরহাট স্টেশনে

শান্তি পূর্ন ভোটের বার্তা স্বপন বাউলের

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : যিনি একটি পয়সাও নেন না সম্পূর্ন বিনা পারিশ্রমিকে নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজকে সচেতন করেন এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির রক্ষায় বার্তায় প্রশংসিত আবার ভোট এলেই তিনি শান্তিপুর্ন ভোটের লক্ষ্যে অবাধ পক্ষ পাত হীন ভোটের বাউল গানের বার্তায় সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় ঘুড়ে বেড়ান তিনি সারা পশ্চিম বঙ্গের সকল জেলার প্রিয় স্বপন দত্ত বাউল। খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমান জেলায় থাকেন যাকে সারা বাংলার মানুষ এক ডাকে চেনে নিঃশ্বার্থ সমাজ সচেতনের বাউল বলে। ২০২৪ লোক সভা নির্বাচনে শান্তি পূর্ন ভোটের লক্ষ্যে প্রখর রোদ গরম দাব দাহ উপেক্ষা করেও রাজ্যের জেলায় জেলায় বাউল গানে ভোট সচেতন করে চলেছেন। এ পর্যন্ত আঠারো টি জেলায় সচেতন করে ২৯ শে এপ্রিল বীরভূম জেলার রামপুরহাট রেল স্টেশনে জনগণকে শান্তি পূর্ন ভোট দেবার আবেদন করেন বলেন শান্তি ভঙ্গ কেউ করবেন না । নিজের ভোট নিজে দেবেন , ভোট নষ্ট করবেন না। কেউ বোমাবাজি প্রাণ হানি, খুনোখুনি মারামারি করে মায়ের কোল শূন্য করে দেবেন না । রামপুরহাটের রেল যাত্রীরা নিঃশ্বার্থ ভাবে এই শান্তির বার্তার প্রশংসা করেছেন । পাহাড় থেকে সমতলে দার্জিলিং, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি,মালদা, সুন্দরবনের গোঁসাবা ক্যানিং বাসন্তি জলে জঙ্গলে চুনা খালি ধামা খালি সন্দেশ খালি ফেরি ঘাটে , ও দেগঙ্গা, ভাঙ্গর, বাঁকুড়া পুরুলিয়ার , নদিয়া , হুগলী , উওর চব্বিশ পরগনা , দক্ষিন চব্বিশ পরগনা , পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান সহ বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে শান্তি পূর্ন ভোটের বার্তায় মানুষের মন জয় করে স্বপন দত্ত বাউল এখুন শান্তির দূত হিসাবে ভাইরাল সারা রাজ্যে । স্বপন দত্ত বাউল সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন প্রচণ্ড রোদ গরমেও আমি থেমে নেই তবে বাকি জেলাগুলি তেও আমি শান্তি পূর্ন ভোটের বার্তা দিয়ে সারা রাজ্য জুড়ে ভোট সচেতন করে এক নজির সৃষ্টি করতে চলেছি । রাজ্য ও কেন্দ্র নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউলের নিঃস্বার্থ ভাবে সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় শান্তি পূর্ন ভোট সচেতন কে জেলা প্রশাসন নির্বাচন কমিশন সকলেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। বীরভূম জেলায় বোলপুরে সচেতন করে রামপুহাটে সচেতন করেও মানুষের কাছে ভালবাসা ও আশির্বাদ পেলেন স্বপন বাউল।

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েও লাভ হল না,

বিজেপির দেবাশিস ধরের মামলা ফিরিয়ে দিল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েও লাভ হল না। বিজেপির দেবাশিস ধরের মামলা ফিরিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষন, 'আপনি সময় মতো 'নো ডিউস' সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন জানাননি।' আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, এক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাঁকে কমিশনের কাছে আবেদনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।তবে তাঁর মনোনয়ন যে বাতিল হতে পারে তার ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই। পরবর্তীতে আশঙ্কা সত্যি করে মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায় তাঁর। মনোনয়ন বাতিলের পর কলকাতা হাই কোটের দ্বারস্থ হন বীরভূমের বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধর। তবে তাঁর আবেদন গ্রহণই করেননি বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সেই মামলা ফিরিয়ে দিল বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, "আপনি সময় মতো 'নো ডিউস' সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন জানাননি। মনোনয়নপত্র বাতিলের মুহূর্তে আবেদন জানিয়েছেন। আপনি তো সাধারণ মানুষ নন, আইপিএস। নিয়মকানুন জানার কথা ছিল। এক্ষেত্রে নির্বাচনী আধিকারিক এবং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য হবে। আদালতের কিছু করার নেই।"কোচবিহারের পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত ছিলেন আইপিএস দেবাশিস ধর। একুশের বিধানসভা ভোটে কোচবিহারের শীতলকুচি কাণ্ডের পর তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। পরে সাসপেনশন প্রত্যাহার হলেও কম্পালসরি ওয়েটিংয়ে রাখা হয় তাঁকে। সেই আইপিএস অফিসার আচমকা ইস্তফা দিয়ে রাজনৈতিক ইনিংস শুরু করেন। ২০২৪ সালে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিট পান।

৫ই মে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৈশাখ মাস জুড়ে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা লাগাতার ঊর্ধ্বমুখী। খটখটে শুষ্ক আবহাওয়া, সাথেই তীব্র তাপপ্রবাহ। দিনের বেলাতেও রাস্তাঘাট অনেকটাই শূন্য। দরকার ছাড়া বাইরে বেরোনোর সাহস পাচ্ছেন না কেউ। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, এখনই তাপপ্রবাহের দাপট কমছে না।৫ মে-র পর বাড়তে পারে বৃষ্টি। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুত সহ বৃষ্টির পাশাপাশি কিছু কিছু জায়গায় বইতে পারে দমকা হাওয়া। যার জেরে তপ্ত গরমে মিলবে স্বস্তি। তবে আপাতত ৪ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কোথাও সামান্য বৃষ্টিও সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি হবে না কলকাতাতেও। তবে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আপাতত গরম আর বাড়বে না বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ২ তারিখের পর তাপপ্রবাহের তীব্রতাও খানিকটা কিছুটা কমতে পারে।তবে শীঘ্রই হতে পারে ঝড়-বৃষ্টি, এমন পূর্বাভাসও দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

বহুদিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকার পর শীঘ্রই ভিজতে চলেছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। হতে পারে কালবৈশাখী ঝড়ও। হাওয়া অফিস জানিয়েছে রবিবার অর্থাৎ ৫ মে থেকেই বৃষ্টি শুরু হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। চলতে পারে টানা তিন দিন। যার জেরে দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে কিছুটা তাপমাত্রা কমারও সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর,

এরপর ৩ পাতায়

দেশের ২৪ টি এয়ারপোর্টে

হুমকি ইমেল এসেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশের ২৪ টি এয়ারপোর্টে হুমকি ইমেল এসেছে। বোম মেরে বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার একের পর এক হুমকি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, '১১১ সন্ত্রাসী' নামে এক গোষ্ঠীর কাছ থেকেই একটি উদ্বেগজনক ইমেল দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। গভীর রাত পর্যন্ত দিল্লি বা অন্য কোনও হেড অফিস থেকে হুমকি দেওয়া ব্যক্তির সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। সূত্রের খবর, ই-মেলটি হিন্দিতে লেখা ছিল । ই-মেলে বোমার ইমোজিও আঁকা ছিল। চিঠি পাওয়ার পর বিমানবন্দরের কনফারেন্স হলে

এরপর ৩ পাতায়

চাকরি হারাদের দায় কে নেবে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে নিয়োগ-দুর্নীতি মামলায় ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ। কলকাতা হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে আপাতত পূর্ণ স্থগিতাদেশ পায়নি স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সর্বোচ্চ আদালতে শুনানির দিনই এই প্রশ্নে ফের তরজা বাধল শাসক ও বিরোধীদের।শুভেন্দুর মন্তব্য নিয়ে ধনেখালির তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্র অবশ্য পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, "উনি (শুভেন্দু) আগে বলুন, ওঁর কত জন আছেন?'' আর বিরোধীদের বিঁধে তৃণমূলের রাজ্য নেতা কুণাল ঘোষের দাবি, "বিরোধীরা ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। যোগ্য প্রার্থীরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, সরকার আন্তরিক চেষ্টা চালাচ্ছে। তাতে বাধা তৈরি করছে বিরোধীরা।" তবে তাঁর আরও সংযোজন, "সুপ্রিম কোর্টের শুনানি নিয়ে দলের কোনও বক্তব্য নেই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা সরকার বা কমিশনের বক্তব্য আদালতে জানাবেন।"নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সিপিএম এবং বিজেপি বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজেরা দুর্নীতি করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব বিরোধীদের ঘাড়ে দায় চাপাতে চাইছেন বলে পাল্টা সরব হল সিপিএম। আর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তথ্য দিয়ে দাবি করলেন, নিয়োগ পরীক্ষার ওএমআর শিট বাতিল করে সরকার এবং এসএসসি-ই 'যোগ্য'দের চিহ্নিত করার পথ বন্ধ করেছে। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সোমবার হাওড়ার আমতায় প্রচারে গিয়ে অভিযোগ করেন, "মামলা করে সিপিএম ২৫ হাজার শিক্ষকের চাকরি খেয়েছে। সাথ দিয়েছে বিজেপি। দোসর হয়েছে কংগ্রেস। কারও চাকরি যেতে দেব না। যোগ্যদের চাকরি বাঁচাতে আইনি পথে যত দূর যেতে হয় যাব।" অভিষেকের দাবি, এক দিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি

এরপর ৪ পাতায়

দিল্লিতে নির্বাচনী পরিবেশ উত্তপ্ত, গর্জে উঠলেন কানহাইয়া কুমার

ডাঃ সমরেন্দ্র পাঠক , সিনিয়র সাংবাদিক।

নতুন দিল্লি, ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : আগামীকাল ২৫ মে জাতীয় রাজধানী দিল্লির সাতটি লোকসভা আসনের জন্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে নির্বাচনী পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভোটের ষষ্ঠ পর্বে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দিল্লিতে মোট ভোটার সংখ্যা এক কোটি ৫২ লাখ, ২ হাজার ১৬১। এবার প্রথমবারের মতো ১৩ হাজার ৭১৩টি ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন ২ লাখ ৩৪ হাজার ভোটার ভোটের জন্য জাতীয় রাজধানীর বৃহত্তম লোকসভা হল পশ্চিম দিল্লি এবং সবচেয়ে ছোট হল চাঁদনি চক।

গত দুই নির্বাচনের পর থেকে দিল্লির সবকটি আসনই বিজেপির দখলে ছিল, তবে বিজেপির সব চেষ্টা সত্ত্বেও ২০১২ সাল থেকে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে আম আদমি পার্টি। দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে সেখানেও হারের মুখে পড়তে হয়েছে।

এই নির্বাচনে বিশেষ বিষয় হল বিজেপি স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে লড়ছে, যেখানে প্রথমবারের মতো ভারতীয় জোটের অংশ হিসেবে অআচ ৪টি আসনে এবং কংগ্রেস ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এ বার সবকটি আসনেই মুখোমুখি লড়াই হবে, তবে দিল্লির ছোট দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে মাঠে নেমেছেন।

এবার বিজেপি উত্তর-পূর্ব সংসদীয় আসনের বিদায়ী সাংসদ মনোজ তিওয়ারি ছাড়া সব নতুন মুখকে প্রার্থী করেছে। যেখানে শ্রী তিওয়ারি কংগ্রেসের ফায়ার ব্র্যান্ড ছাত্র নেতা কানহাইয়া কুমারের মুখোমুখি হচ্ছেন, তাই মনে করা হচ্ছে এই পূর্বাঞ্চল অধ্যুষিত এলাকায় ভোট বিভাজন হবে।

একইভাবে, নয়াদিল্লি থেকে, এএপি-র সোমনাথ ভারতী বিজেপির বাঁসুরি স্বরাজের বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের উদিত রাজ উত্তর-পশ্চিম থেকে বিজেপির যোগেন্দ্র চান্দোলিয়ার বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ জয়প্রকাশ আগরওয়াল চাঁদনি চক থেকে বিজেপির প্রবীণ খান্ডেলওয়াল, দক্ষিণ থেকে বিজেপির সাহি রামের বিরুদ্ধে পেহেলওয়ান পূর্ব দিল্লি থেকে বিজেপির রামবীর বিধুরির বিরুদ্ধে, এএপি-র কুলদীপ কুমার পূর্ব দিল্লি থেকে বিজেপির হর্ষ মালহোত্রার বিরুদ্ধে এবং এএপি-র মহাবল মিশ্র পশ্চিম দিল্লি থেকে বিজেপির কমলজিতের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

গতকাল, এই সাতটি লোকসভা আসনে মনোনয়নের প্রথম দিনে, ১৫ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন, যার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম লোকসভা আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী যোগেন্দ্র চন্দোলিয়া আজ মঙ্গলবার, বড় আকারের মনোনয়নের খবর রয়েছে।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. যোগেশ কুমার বলেছেন যে দিল্লিতে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে এটি জাতীয় রাজধানীতে উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে, তাই পুরো দেশের মানুষ এটির দিকে নজর রেখেছেন যে হাওয়া গ্রামগুলিতে পৌঁছেছে তাদের মতামত প্রকাশ করুন তবে অনেক রাজ্য রয়েছে যেখানে সমস্যাগুলি ভিন্ন। সেখানকার মানুষও সেই অনুযায়ী ভোট দেয়।

২ পাতার পর

দেশের ২৪ টি এয়ারপোর্টে হুমকি ইমেল এসেছে

জরুরি বৈঠক ডাকা হয়।এতে সিআইএসএফ এবং উত্তরপ্রদেশ পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বিমানবন্দরে সতর্কতা জারি করা হয়। অবশেষে মঙ্গলবার দুপুরে কোন ইমেল আইডি থেকে মেল পাঠানো হয়েছে তার খোঁজ পান তদন্তকারীরা। তদন্তে উঠে এসেছে, এই ইমেল আইডি থেকে হুমকি মেল পাঠানো হয়েছে। যার ফলে ইতিমধ্যে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সতর্কতা জারি হয়েছে। হুমকি মেলে সন্ত্রাসী হামলার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। সোমবার সকাল সাড়ে ৯ টায় দেশের বিভিন্ন এয়ারপোর্টে হুমকি মেল আসে। বিশেষত বিমানবন্দরগুলিতে মেল এলেও ব্যাঙ্ক, ব্যাবসায়িক স্থান সহ দেশের নানান জায়গায় বোমাতঙ্কের মেল আসে খবর পাওয়া গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট মেলগুলিতে লেখা ছিল, "আমরা বিভিন্ন বিমানবন্দরে বোমা লাগিয়েছি। বোতাম টিপলেই একের পর এক বিস্ফোরণ শুরু হবে।" এই ইমেইল পাওয়ার পর বিমানবন্দরগুলির নিরাপত্তা দল অবিলম্বে বৈঠক করে> odjgl হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়।বিমানবন্দরের সব গেটে নজরদারি বাড়ানো হয়।

ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং গুজরাটের এটিএস যৌথ অভিযান চালিয়ে

১৭৩ কেজি মাদকবাহী ভারতীয় মাছ ধরার নৌকা আটক করেছে; গ্রেপ্তার দুই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গুজরাটের সন্ত্রাস মোকাবিলা বাহিনী (এটিএস)-র সঙ্গে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী যৌথ উদ্যোগে আরব সাগরে ১৭৩ কেজি মাদকবাহী একটি ভারতীয় মাছ ধরার নৌকাকে আটক করেছে। মাদকবাহী দুই কুচক্রীকে আটক করা হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং গুজরাটের এটিএস সন্দেহভাজন নৌকাটিকে আটক করতে সর্বাত্মক নজরদারি চালায়। শেষ পর্যন্ত মাছ ধরার নৌকাটিকে শনাক্ত করে আটক করা হয়েছে। দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

গত তিন বছরে এই নিয়ে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ১২ বার এ জাতীয় নৌকা আটক করল। অতি সম্প্রতি একটি পাকিস্তানি মাছ ধরার নৌকাকে আটক করা হয়েছিল। তাতে প্রচুর পরিমাণে মাদক দ্রব্য মজুত ছিল। সমুদ্রে, মাদক চোরাচালান রোধে উপকূলবর্তী এলাকাকে সুরক্ষিত রাখতে এই দুই সংস্থা অসামান্য দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছে।

নরওয়ে-র সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে

ভারতে ভাসমান সৌরশক্তি প্রযুক্তি রূপায়ন করবে এনএইচপিসি লিমিটেড

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : ভারতে ভাসমান সৌরশক্তি প্রযুক্তি রূপায়নে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বৃহত্তম সংস্থা এনএইচপিসি লিমিটেড নরওয়ে-র সংস্থা মেসার্স ওশ্যন সান-এর সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে। নরওয়ে-র এই সংস্থাটি ভাসমান সৌরশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করে থাকে। সমঝোতাপত্র অনুযায়ী, এনএইচপিসি এবং ওশ্যন সান ভাসমান সৌরশক্তি উৎপাদনের মূল এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করবে। এনএইচপিসি চিহ্নিত এলাকায় হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক মেমব্রেন নির্ভর প্যানেল স্থাপন করা হবে। এনএইচপিসি-র পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতার অতিরিক্ত সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে এই চুক্তিকে একটি সমন্বিত প্রয়াস হিসেবে দেখা হচ্ছে। এটি কেবলমাত্র জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেই সীমিত থাকবে না, বরং সৌর, বায়ু ও গ্রিন হাইড্রোজেন শক্তি উৎপাদন প্রকল্পের মতো বিভিন্ন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রেও প্রসারিত হবে।

এই সমঝোতাপত্রটি ২৯ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে হাইব্রিড মোডে স্বাক্ষরিত হয়। এনএইচপিসি-র পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং গ্রিন হাইড্রোজেন ক্ষেত্রের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর শ্রী ভি আর শ্রীবাস্তব এবং ওশ্যন সান-এর সিইও শ্রী ক্রিস্টিয়ান তোভোল্ড ছাড়াও ভারতে নরওয়ে-র রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী মে-এলিন স্টেনার, এনএইচপিসি-র কারিগরি অধিকর্তা শ্রী রাজকুমার চৌধুরি ও কৌশলগত ব্যবসা উন্নয়ন ও কনসালটেন্সি ক্ষেত্রের একজিকিউটিভ ডায়রেক্টর শ্রী রজত গুপ্ত নতুন দিল্লির নরওয়ে-র দূতাবাস থেকে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এছাড়াও, নরওয়ে-তে ভারতের রাষ্ট্রদূত ডঃ অ্যাকুইনো ভিমল অসলো থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

১-ম পাতার পর

গ্রিন সিটি মিশন দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলায় প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি নির্দেশ খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

যোগসূত্র থাকার অভিযোগ তুলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। পরে সকলকে বিস্মিত করে গত মার্চে বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। এখন তিনি তমলুকের বিজেপি প্রার্থী।

গত বছরের নভেম্বরে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই জরিমানার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অভিযোগ ছিল, কৃষ্ণেন্দু অধিকারীকে সাক্ষী হিসেবে তলব করে আয়করের হিসেব চাওয়া হয়েছিল। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে কাঁথির এসডিপিও-কে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আদালতের নির্দেশ ছিল, সেই টাকা এসডিপিও-কে নিজের পকেট থেকে দিতে হবে।সেই সংক্রান্ত মামলায় প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, সরকারকে বক্তব্য রাখার সুযোগ না দিয়েই গঙ্গোপাধ্যায় এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।' বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ,'এই ধরনের নির্দেশ মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়।'

১-ম পাতার পর

দিল্লির শাসকেরা বাংলার বুকে তাঁদের ৬ প্রার্থীকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রদান করেছে

প্রদান করে কী লাভ হবে পদ্মশিবিরের। গণেশের গদি ওল্টালেই তো সব নিরাপত্তা মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া হয়ে যাবে। তখন এই ৭-৮জনকে কে নিরাপত্তা দেবে যাদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এখন কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হচ্ছে? স্বাভাবিক ভাবেই গোটা বাংলা হাসছে।কথায় বলে - আপনি বাঁচলে বাপের নাম। বিজেপি সেটাও ভুলে গিয়েছে। আর স্বাভাবিক ভাবে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা যে শুনছে সেই হাসছে। কেন্দ্রের কাছে থেকে বিজেপি যে ৬জন প্রার্থী কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেয়েছেন তাঁরা হলেন্ তমলুকের প্রার্থী তথা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, বসিরহাটের প্রার্থী রেখা পাত্র, রায়গঞ্জের প্রার্থী কার্তিক পাল, বহরমপুরের প্রার্থী নির্মল সাহা, ঝাড়গ্রামের প্রার্থী প্রণত টুডু, মথুরাপুরের প্রার্থী অশোক পুরকাইত ও জয়নগরের প্রার্থী অশোক কাণ্ডারী। আপাতত জানা গিয়েছে, বিজেপির এই ৬জন প্রার্থীকে ভোটপর্ব মিটে যাওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা নিরাপত্তা দেবেন। রেখা পাত্রকে দেওয়া হচ্ছে X ক্যাটাগরি সুরক্ষা। এবার থেকে তাঁর নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকবে সিআইএসএফ জওয়ানরা। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবার থেকে ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা পাবেন। বাকি ৪জনের নিরাপত্তা বাড়ানো হলেও তাঁদের ক্যাটাগরি জানানো হয়নি। নির্বাচনের সময় বিভিন্ন স্পর্শকাতর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির ভাবনা ছিলই বিজেপির। সেই মতো কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে আবেদন জানানো হয়। দুদফা ভোটের পর অবশেষে মন্ত্রকের অনুমোদনক্রমে তা করা হল। এই ৬জন ছাড়াও বঙ্গ বিজেপির নেতা অভিজিৎ বর্মন ও তাপস দাসকেও নিরাপত্তা দেবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। আর এই নিরাপত্তা প্রদান ঘিরেই এখন হাসির রোল উঠেছে রাজ্যজুড়ে।

১-ম পাতার পর

মন্ত্রী ও বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি মাসে ৪০ হাজার টাকা করে

একেবারে ৬ তারিখ সেই বেতন রাজ্যের সকল মন্ত্রী-বিধায়কদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।

জানিয়ে রাখি, এক লাফে মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন ৪০ হাজার টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। গত চার মাসের বকেয়া বর্ধিত বেতন সহ মে মাসের শুরুতেই বিরাট টাকা ঢুকতে চলেছে তাদের অ্যাকাউন্টে। যার পরিমাণ ২ লক্ষ টাকারও বেশি। উল্লেখ্য, বিধায়কদের বেতন দেবে বিধানসভা কর্তৃপক্ষ অন্যদিকে রাজ্যের মন্ত্রীদের বেতন দেবে রাজ্য সরকার।

প্রসঙ্গত, গত বছর ৭ সেপ্টেম্বর বিধানসভার বাদল অধিবেশনে রাজ্যের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং বিধায়কের বেতন বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেন।একধাক্কায় সকলের বেতন ৪০০০০ টাকা বৃদ্ধির ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলে রাখা ভালো, বিগত মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যের বিধায়কদের প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে বেতন বাবদ পেতেন। বর্তমানে তা বেড়ে হল ৫০ হাজার টাকা।

একই ভাবে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীরা এত দিন মাসে ১০ হাজার ৯০০ টাকা করে পেতেন। ৪০০০০ টাকা বৃদ্ধির পর এখন থেকে তারা পাবেন ৫০ হাজার ৯০০ টাকা। রাজ্যে পূর্ণমন্ত্রীরা এতদিন বেতন বাবদ মাসিক ১১ হাজার টাকা পেতেন। আগামী মাস থেকে তারা পাবেন ৫১ হাজার টাকা।

২ পাতার পর

৫ই মে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল

ওই সময় গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকবে। উত্তর গোলার্ধে তৈরি হওয়া অক্ষরেখা দক্ষিণ দিকে আসবে। এর জেরেই বৃষ্টিপাত হবে দক্ষিণবঙ্গে। রবিবার বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। এরপর ৬, ৭, ৮ মে-তেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়।

চলতি সপ্তাহে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। মঙ্গল ও বুধবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে। বৃষ্টি হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের কোথাও আর বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই আপাতত।

আসাম রাইফেলস্ - এর নাগাল্যান্ডে ভারত - মায়ানমার সীমান্তে বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস্ ২৯ এপ্রিল নাগাল্যান্ডের মন জেলায় ভারত - মায়ানমার সীমান্তে বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। সকালে এক ব্যক্তিকে আসাম রাইফেলস্ - এর সদস্যরা আটক করে তল্লাশি চালায়। সেই সময় তারা ৮১ মিলিমিটারের ১১টি মর্টার টিউব, ১০৬ মিলিমিটারের ৪টি মর্টার টিউব, ১০টি পিস্তল, ১৯৮টি হাতে ধরা রেডিও সেট, ১টি স্যাটেলাইট ফোন, ১টি কেনভো বাইক, ১টি বোলেরো গাড়ি সহ যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম পেয়েছে। সীমান্ত অঞ্চলে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টহলদারি চালানোর সময় বিপুল পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের ঘটনা আসাম রাইফেলস্ - এর এক বড় সাফল্য। এর ফলে, বৈরীভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলির অসাধু পরিকল্পনা বানচাল করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখা সুনিশ্চিত করা গেছে। এই অস্ত্র ও গোলাবারুদগুলি ব্যবহৃত হলে নিঃসন্দেহে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হত।

আটক হওয়া ব্যক্তি এবং উদ্ধার করা আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ নাগাল্যান্ড পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার প্রেক্ষিতে আসাম রাইফেলস্ - এর নিঃসন্দেহে এটি একটি সফল অভিযান।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

দৈনিক সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১১৮ সংখ্যা ০১ মে, ২০২৪ বুধবার ১৮ বৈশাখ, ১৪৩১

সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

ম্যাককনেল একটি টুইট বার্তায় লিখেছেন, "আফগানিস্তানে আমরা যা দেখছি, তা চরম একটা বিপর্যয়। বাইডেন প্রশাসনের এভাবে পিছু হটায় যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদায় একটা ক্ষত থেকে যাবে।"

তবে মি. বাইডেন তার বক্তৃতায় বলেছেন, আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের মিশন কখনোই দেশ গঠন হওয়া উচিৎ ছিল না।

তিনি জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময়ে যখন তিনি ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ২০০৯ সালে তিনি আফগানিস্তানে নতুন সেনা মোতায়েনের বিরোধিতা করেছিলেন।

মি. বাইডেন মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, এই বছরের মে মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে তালেবানের সঙ্গে আলোচনা সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়েই শুরু হয়েছিল।

এত দ্রুতগতিতে তালেবানের অগ্রযাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র বিস্মিত হলেও আফগান কমান্ডাররা কিন্তু বিস্মিত নন। তাঁরা জানতেন, আফগান সরকারি বাহিনীর দুঃখুদুর্দশা প্রশমনে কখনো নজর দেওয়া হয়নি। পশ্চিমা দেশসমর্থিত প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনির সরকারের ভেতরে গেড়ে ছিল দুর্নীতির লম্বা শিকড়। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেলেও অনেক আফগান সেনা ও পুলিশ সদস্যকে মাসের পর মাস বেতন দিতে ব্যর্থ হয়েছে তাঁর সরকার। সরকারি বাহিনীর মধ্যে ঘটেছে বিদ্রোহের মতো ঘটনাও।

এরই মধ্যে তালেবানের মতো একটি সংগঠিত বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে লড়াই করতে সেনাদের পাঠানো হয় যথেষ্ট খাবার, পানি ও ভারী অস্ত্র ছাড়াই। ফলাফল যা হওয়ার তা-ই। মার্কিন গোয়েন্দা তথ্যকে ভুল প্রমাণ করে মাত্র কয়েক দিনে আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক রাজধানীগুলোয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন এ সংগঠনের যোদ্ধারা। তাঁদের মোকাবিলা করার মতো সামান্যতম সাহস বা শক্তি কোনোটিই দেখাতে পারেননি সরকারি সেনারা। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় গত শনিবার দেশটির অর্থনীতির ইঞ্জিন বলে পরিচিত মাজারুইশরিফ শহর দখল করে তালেবান।

পশ্চিমা সমর্থিত সরকারকে হটিয়ে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করা তালেবান এখন বিশ্ব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। পাল্টে গেছে আফগানিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যপট। এমনকি ইতিমধ্যে তালেবানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ইচ্ছা জানিয়েছে চীন। এছাড়াও আরো কিছু দেশ এ তালিকায় রয়েছে।এক দিকে পাকিস্তান চীনের মিত্র, অন্য দিকে তালেবানের সঙ্গে তাদের রয়েছে পুরনো সম্পর্ক। তাই ভারতীয় বিশ্লেষকদের ধারণা ভারত তালেবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হলে সেক্ষেত্রে পাকিস্তান বাধা দেয়া কিংবা প্রভাব বিস্তারের মতো কিছু করতে পারে। তারপরও ভারতীয় বিশ্লেষকরা মনে করেন, তালেবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ভারতের দ্রুত উদ্যোগী হওয়া উচিত।

আফগানিস্তানের নিযুক্ত ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত বিবেক কাটজু বলেছেন, ভারত কেন এখনো তালেবানের মতো শক্তিশালী একটি পক্ষের সঙ্গে সরাসরি উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ করছে না। গোয়েন্দা পর্যায়ের গোপন বৈঠক কখনোই প্রকাশ্য বৈঠকের দাবি পূরণ করতে পারে না। তাই আফগানিস্তানে ভারত হেরে যাচ্ছে বলেই তার অভিমত।

শোকা ইউনিভার্সিটির মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মায়া মিরচাঁদানী বলেন, এবার আফগান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার টেবিলে থাকা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে

মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি নিয়ে তুমুল শোরগোল বাংলায়। লাগাতার তিনদিন ধরে চলতে থাকা বিক্ষোভের ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে নবান্নের থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। আর সোমবার সকালেই সন্দেশখালির পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে সফর কাটছাঁট করে কলকাতায় ফিরেছেন রাজ্যপাল। এই পরিস্থিতিতে সন্দেশখালি নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রসঙ্গত, সন্দেশখালিতে সেন্ট্রাল ফোর্স মোতায়েনের দাবি তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা। রাজভবনে তরফে যে বিবৃতি জারি করা হয়, সেখানে দাবি করা হয় রাজ্যপাল সিআরপিএফের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তবে কী কারণে বৈঠক করেছেন, তা অবশ্য স্পষ্ট করা হয়নি রাজভবনের তরফে। যা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। এর পাশাপাশি চিফ ভিজিলেন্স কমিশনারের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন রাজ্যপাল। এবার সেই প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।হুগলির আরামবাগে সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচিতে যাওয়ার আগে হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার এ নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করছে। রাজ্য মহিলা কমিশনকেও সেখানে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। এখানেই শেষ নয়, মমতা বলেন, "যে যেখানে খুশি যেতেই পারেন। আমিও রাজ্য মহিলা কমিশনকে পাঠিয়েছিলাম। তারা রিপোর্ট দিয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে, তাদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ।"প্রসঙ্গত, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গত শনিবারই রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে সন্দেশখালি যাওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। যদিও সেই সময় তিনি কলকাতা ছিলেন না। রাজ্যপাল সন্দেশখালি না গেলে ধরনায় বসার কথাও শোনা গিয়েছিল বিরোধী দলনেতার মুখে। তাই বিরোধী দলনেতার দাবির পরে রাজ্যপালের সন্দেশখালি সফল নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এরই মধ্যে বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে সন্দেশখালি যাওয়ার চেষ্টা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। কিন্তু তাঁদের বাস বিধানসভার বাইরেই আটকে দেয় পুলিশ।

সম্পাদকীয়

তৃণমূল চাইছে ভোটের মেরুকরণ হোক

বাংলায় এসে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ করেন উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। একই সঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের তুলনাও টেনেছেন। তৃণমূলের সঙ্গে একই বন্ধনীতে রেখে কংগ্রেস এবং সিপিএমকেও আক্রমণ করেছেন যোগী। উল্লেখ্য, অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের পর প্রথম পশ্চিমবঙ্গে এলেন তিনি।যোগী আদিত্যনাথের মন্তব্য প্রসঙ্গে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী বলেন, "ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের মধ্য দিয়ে বিজেপি, তৃণমূল চাইছে ভোটের মেরুকরণ হোক। মুর্শিদাবাদের সম্প্রীতির পরিবেশ কাউকে নষ্ট করতে দেব না।" উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে তৃণমূলও। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূলের সাংগঠনিক সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, "বিজেপির একটাই উদ্দেশ্য, অশান্তি সৃষ্টি করা। অশান্তির নামে কিছু মানুষকে খেপিয়ে দিয়ে ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করা। কিন্তু এই পরিকল্পনা সফল হবে না।"মঙ্গলবার বাংলায় তিনটি সভা ছিল যোগীর। প্রথমেই বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নির্মলকুমার সাহার সমর্থনে প্রচার সারেন। তার পর সেখান থেকে বীরভূমের বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের সমর্থনে সভা করেন সিউড়িতে। দু'জায়গা থেকেই রামনবমীকে কেন্দ্র করে ঘটা অশান্তি নিয়ে বাংলার শাসকদলকে আক্রমণ করেন যোগী।রামনবমীতে এ রাজ্যে বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তির ঘটনার অভিযোগ উঠেছে। শুধু রামনবমী নয়, এ রাজ্যে নানা সময় ঘটা অশান্তির অভিযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন যোগী। উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে তুলনা টেনে যোগী মন্তব্য করেন, এই ঘটনা যদি তাঁর রাজ্যে হত, তবে অভিযুক্তদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত। এমন ব্যবস্থা করা হত যাতে অভিযুক্তেরা অশান্তি করার কথা ভুলে যেত। তাঁর প্রশ্ন, 'বাংলায় কেন অশান্তি হয়? সরকার উত্তর দিক।' অনেকেই যোগীর এই মন্তব্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। শাহও বাংলায় প্রচারে এসে 'উল্টো করে ঝুলিয়ে' সাজার কথা বলেছিলেন।মঙ্গলবার যোগী এ-ও দাবি করেন, "সোনার বাংলাকে ভ্রষ্টাচারের বাংলা করে শোষণ করেছে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল। মা দুর্গার শক্তির মাটিতে বিক্ষোভকারীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে মুসলিমদের সংরক্ষণ দিতে চায়। বিজেপি বার বার তার বিরোধিতা করেছে। এই বাংলা বিরোধিতা করবে তো?" যোগী আদিত্যনাথ বলেন, "সুরক্ষিত বাংলা চাইলে বিজেপির বিকল্প নেই। উত্তরপ্রদেশে শুধু রামমন্দির আছে তা নয়, মাফিয়াদের রাম নাম সত্য করে দেওয়া হয়েছে।"

পাকিস্তানের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে রীতিমত ভারতের প্রশংসা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কী দিন এল, পাকিস্তানের নেতা পাকিস্তানের সংসদে দাঁড়িয়ে কিনা পাকিস্তানকেই প্যাঁক মারছেন! শুধু এখানেই থেমে যাননি ওই নেতা। পাকিস্তানের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তিনি রীতিমত ভারতের প্রশংসা করেছেন। আর তাঁর সেই বক্তব্যের ভিডিও এখন ভারতজুড়ে তো বটেই গোটা বিশ্বজুড়ে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।তা ঠিক কী বলেছেন ফজল? তিনি জানিয়েছেন, 'একই দিনে স্বাধীনতা পেয়েছিল দুটি দেশ। কিন্তু আজ ভারত সুপার পাওয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে এবং আমরা দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য ভিক্ষা করছি। ভারত যখন বিশ্বকে শাসন করার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে আমরা তখন নিজেদের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে বিশ্বের কাছে ভিক্ষা করছি। ভারত আর আমাদের তুলনা করুন। দুই দেশই একই দিনে স্বাধীনতা পেয়েছিল। কিন্তু আজ কে কোথায় দাঁড়িয়ে। সিদ্ধান্ত অন্য কেউ নেয় কিন্তু সমস্যার জন্য রাজনীতিবিদদের দায়ী করা হয়। আমরা ইসলামের নামে দেশ পেয়েছি। কিন্তু এখন সেই দেশই দেউলিয়া হওয়া এড়াতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের কাছে ভিক্ষা চাইছে।' ফজলের এই বক্তব্য এখন সন্দেহ নেই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করছে অনেক অংশেই। কিন্তু তাতে এদেশের ক্ষমতাসীন শিবিরের বড় কোনও লাভ হবে লোকসভা নির্বাচনে এমনটা মোটেও মনে করছেন না কেউই। তবে পাকিস্তানের নেতাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হলে এদেশের যে অনেক লাভ হবে সেটা সকলেই জানেন।একই সঙ্গে রীতিমত মুখ পুড়ছে পাকিস্তানের। যে নেতা এহেন কাণ্ড ঘটিয়েছেন তাঁর নাম মাওলানা ফজল উর রহমান। সম্প্রতি তিনি পাকিস্তানের পার্লামেন্ট বক্তব্য রেখেছেন সাংসদ হিসাবেই। আর সেখানেই যা তিনি বলেছেন তা এখন আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় রীতিমত সকলের চোখ টানছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, তাহলে কী এবার পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের শুভ চেতনার উদয় হল? নাকি এটাও একটা মুখোশ। সামনে ভারতের প্রশংসা আর পিছনে সুযোগ পেলেই ছুরি মারা।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই বিষাক্ত সাপেদের সাথেই তাঁদের বসবাস ও দ্বন্দ্ব। একটি বিষাক্ত প্রাণী, যার ছোবোলেই মৃত্যু। তাই 'মনসা পুজা' বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসার পায়। ত্রিপুরা, ওড়িশা, আসাম, দুই বঙ্গ, বিহারে এই পুজোর প্রচলন বেশী। হিমালয়ের পাদদেশে জঙ্গলে ছিল সাপেদের অবাধ বিচরণ ভূমি। মানুষের বসতি বাড়লো, সাপেদের সাথে সংঘাত বাড়লো। প্রথমে নিম্ন জাতির মধ্যে এই পূজোর প্রসার থাকলে কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য দেবী হয়ে ওঠেন মা মনসা।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

৩ পাতার পর

চাকরি হারাদের দায় কে নেবে

দিচ্ছেন। অন্য দিকে সিপিএম আর বিজেপি তা নিয়ে নিচ্ছে। তৃণমূল যোগ্য প্রার্থীদের পাশে দাঁড়াবে বলেও ফের জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।নিয়োগ-দুর্নীতির মামলায় অন্যতম আইনজীবী এবং সিপিএম সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য পাল্টা বলেছেন, "দুর্নীতি করে অযোগ্যদের নিয়োগ করা হয়েছে বলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন যোগ্য চাকরি-প্রার্থীরা। ওঁরা (তৃণমূল) দুর্নীতি করবেন আর দেখেও সবাই চুপ করে থাকবে, এ তো অদ্ভুত আবদার! দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি করে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে যে ভাবে ধ্বংস করে ফেলা হল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াই করা, আমাদের সামাজিক কর্তব্য। দুর্নীতি প্রকাশ্যে আনা আমাদের দায়িত্ব।"মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ও ভগবানগোলায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ দিনও নাম না করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু এবং বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন চাকরি 'খাওয়া'র অভিযোগে। তাঁর বক্তব্য, "চাকরি যাচ্ছে, ওরা হাসছে! বোমা ফাটানোর নাম করে গরিব ছেলেমেয়েদের চাকরি খেয়ে নিচ্ছে। ১০০ দিনের টাকা দেয় না। বাড়ির টাকা দেয় না। রেশনের টাকা দেয় না।" সেই সঙ্গেই তিনি বলেছেন, "শিক্ষকদের চাকরি চলে গিয়েছে। ভুল থাকলে শুধরে নেব। তাই বলে তুই চাকরি খাবি? তুই তো বিজেপির মেশিনে ঢুকে গিয়ে নিজে বেঁচেছিস, তোর লোকজনদের বাঁচিয়েছিস!"হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে ধনেখালির মদমোহনতলায় নির্বাচনী সভায় গিয়ে চাকরি বাতিলের দায় মুখ্যমন্ত্রীর উপরেই চাপিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নে তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এ দিনের মন্তব্য নিয়ে তিনি কিছু বলবেন না। তবে বিরোধী দলনেতা হিসাবে চান, মন্ত্রিসভা ভেঙে যাক। তাঁর বক্তব্য, "অতিরিক্ত শূন্য পদ তৈরি কেন করেছিলেন? যাঁরা অযোগ্য, ওএমআর শিটে শূন্য-এক-দুই-তিন রয়েছে, যাঁরা মূলত টাকার বিনিময়ে চাকরি কিনেছেন। পার্থ, ভাইপো-বাহিনী এঁদের সাথে ছিলেন। সাথে সাথে বেশ কিছু তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা, এখানে যেমন বিধায়কের ভাগ্নি চাকরিগুলো পেয়েছেন।"

বিরোধী দলনেতার দাবি, চাকরি যাওয়ার জন্য বিরোধী বা আইনজীবীরা দায়ী নন। প্রত্যেকে অযোগ্যদের চাকরি পাওয়ার বিরোধিতা করেছেন। যোগ্যদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি রয়েছে, আগামী দিনেও থাকবে। তাঁদের পক্ষের আইনজীবীরা কখনও যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি বাতিলের কথা বলবেন না। শুভেন্দুর বক্তব্য, "এসএসসি চেয়ারম্যান সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছেন, আমরা তো যোগ্যদের তালিকা দিয়েছিলাম! হাই কোর্টের রায়ের ২৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদে দেখবেন, যোগ্যদের তালিকা দেওয়া হয়নি। পুরো ওএমআর নষ্ট করা হয়েছে। এই দায়িত্ব কাকে দেওয়া হয়েছিল? বালাজি সলিউশন নামক সংস্থাকে। সেই সংস্থার মালিক কে? ইনি কী কাজ করেন? বাড়ি বানান। তাঁকে দিয়েছে ওএমআর নষ্ট করার জন্য!" ওই সংস্থাকে ২০১৯ সালে দেওয়া এসএসসি-র এই সংক্রান্ত চিঠির প্রতিলিপিও দেখিয়েছেন শুভেন্দু।শুভেন্দুর আরও দাবি, সংবাদমাধ্যমে তিনি জেনেছেন, 'কালীঘাটের কাকু' নির্দেশ দিয়েছিলেন, ফোনে যাঁর যাঁর কাছে নথি আছে, তা যেন তাঁরা মুছে ফেলেন। তাঁর মন্তব্য, "পাঁচ-ছয় হাজার অযোগ্যকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যান্য চাকরিপ্রার্থীদের বিড়ম্বনায় ফেলেছেন। এর জন্য যদি কেউ দায়ী থাকেন, তিনি হলেন ২০২২ সালের ৫ মে মন্ত্রিসভার বৈঠকে পৌরহিত্য করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!"

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম দাবি করেছেন, "সব জায়গায় যত অপরাধী আছে, রাজ্য সরকার তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। ওএমআর শিট নষ্ট করে, পুড়িয়ে ফেলে এখন যোগ্যদের কথা বলে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে! মুখ্যমন্ত্রী এবং গোটা মন্ত্রিসভা এর জন্য দায়ী। এই ভাবে সরকার চলতে পারে না!" প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায়েরও দাবি, "মেনুকার্ড দেখে অর্ডার করার মতো করে চাকরি দেওয়া হয়েছে! এই অস্থিরতার দায় রাজ্য সরকার এবং তৃণমূলকেই নিতে হবে।"

সিনেমার খবর

যে কারণে পরিচালককের সঙ্গে বসে ছবির খুঁত খুঁজতেন আমির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৯৮৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল আমির খান অভিনীত ছবি 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক'। এই ছবি নিয়ে একাধিক বার নিজের আবেগের কথা জানিয়েছেন 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট'। একদিকে এই ছবি আমিরের কেরিয়ারের ভিত স্থাপন করেছিল। অন্যদিকে, এটাই ছিল আমিরের ভাই মনসুর খান পরিচালিত প্রথম ছবি।

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে এই ছবি নিয়ে তার স্মৃতিমেদুরতা ভাগ করে নিয়েছেন আমির। তিনি বলেন, 'আমরা সফল হব কি না, সে ব্যাপারে শুরুতেই কোনো ধারণাই ছিল না। ছবিটা যত বার দেখতাম, আমি আর মনসুর খুঁত খুঁজে বার করতাম এবং আলোচনায় মেতে উঠতাম।' কিন্তু ছবি মুক্তির পর এই ছবি যেন তাদের হাতের বাইরে বেরিয়ে যায় বলেই উল্লেখ করেন আমির। কারণ সে বছর বক্স অফিসের অন্যতম সফল ছবি ছিল 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক'। ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে ৫০ সপ্তাহ পালন করে। আমিরের ঝুলিতে আসে একাধিক পুরস্কার। আমির বলেন, 'দর্শকের ভালবাসা পেয়ে আমরা অভিভূত হয়ে যাই। আমার বিশ্বাস, এই ছবিটা ভারতীয় ছবির ইতিহাস বদলে দিয়েছিল। কারণ, ১৯৮৮ সাল থেকেই বদলটা শুরু হয়েছিল এবং মনসুর প্রথম সেটা করেন।'

রাজকুমার রাওয়ের নতুন ছবি 'শ্রীকান্ত'-এ 'কয়ামত সে কয়ামত তক' ছবির 'পাপা কহতে হ্যায়' গানটিকে নতুন করে ব্যবহার করা হয়েছে। গানটির প্রকাশ অনুষ্ঠানেই আমির পুরনো ছবির প্রসঙ্গে কথা বলেন। আমির বলেন, 'এই গানটিই আসলে আমার কেরিয়ার শুরু করে।'

এছাড়াও ছবিতে 'অ্যায় মেরে হমসফর', 'গজব কা হ্যায় দিন'-এর মতো একাধিক জনপ্রিয় গান ছিল। আমিরের কথায়, 'সঙ্গীতশিল্পীরা গানগুলো অসাধারণ গেয়েছিলেন। এতটাই ভাল যে, তিন দশক পরে এখনো শ্রোতারা গানগুলো শোনেন।'

এই মুহূর্তে আমির 'সিতারে জমিন পর' ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত। পাশাপাশি, সানি দেওল অভিনীত 'লাহোর ১৯৪৭' ছবিটি প্রযোজনা করছেন তিনি।

তামান্না ভাটিয়াকে ভারতীয় সাইবার সেলে তলব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির আলোচিত অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া এখন বলিউডেরও পরিচিত মুখ। বেশ দাপুটের সঙ্গে কাজ করছেন তিনি। ক্যারিয়ারে দুর্দান্ত সময় পার করছেন। কিন্তু এরই মধ্যে বিপাকে পড়লেন এ তারকা। তাকে তলব করেছে ভারতের মহারাষ্ট্র সাইবার সেল।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ২৫ এপ্রিল সাইবার সেলের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মহাদেব অনলাইন গেমিং এবং বেটিং অ্যাপ্লিকেশনের একটি সহায়ক অ্যাপে আইপিএল ম্যাচ দেখার জন্য কথিত প্রচারের জন্য তলব করা হয়েছে তামান্নাকে।

দক্ষিণী এই নায়িকাকে আগামী ২৯ এপ্রিল মহারাষ্ট্র সাইবার সেলে হাজির হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। সেখাতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর আগে, গত বছরও কিছু আইপিএল ম্যাচ অ্যাপে অবৈধভাবে স্ট্রিম করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে একটি অভিযোগও রয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সেই মামলায় সাক্ষী হিসেবে তার বক্তব্য রেকর্ড করার জন্য ডাকা হয়েছে।

ইতোমধ্যে এ মামলায় মহারাষ্ট্র সাইবার সেল গায়ক বাদশা, অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত ও জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের ম্যানেজারদের বক্তব্য নিয়েছে। আর মহাদেব অ্যাপটি অবৈধ অর্থ লেনদেন এবং বাজি ধরার জন্য বিভিন্ন তদন্ত সংস্থার মনিটরিংয়ে রয়েছে।

প্রসঙ্গত, তামান্না ভাটিয়া 'বাহুবলী' এবং নেটফ্লিক্স অ্যান্থলজি 'লাস্ট স্টোরিজ-২' এর জন্য দর্শকমহলে বহুল পরিচিত।

দীপিকা-আলিয়া পারলেও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি ক্যাটরিনা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'ট্রিপল এক্স: রিটার্ন অব জেন্ডার কেজ' ছবির মাধ্যমে ২০১৭ সালে প্রথম হলিউডে অভিষেক হয় বলিউডের 'মাস্তানি'র। সেই ছবিতে হলিউড তারকা ভিন ডিজেলের সঙ্গে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। ভিনে্দশি ছবি হলেও তা প্রথম মুক্তি পেয়েছিল ভারতীয় প্রেক্ষাগৃহে। বিভিন্ন কারণে সেই ছবি অবশ্য সাফল্য পায়নি। তারপর ২০২৩ সালে মুক্তি পায় আলিয়া ভাট্টের প্রথম হলিউড ছবি 'হার্ট অফ স্টোন'। ছবিতে গল গ্যাডোট, জেমি ডরনানের মতো তারকাদের দেখা গিয়েছে আলিয়ার সঙ্গে। যদিও তাদের অনেক আগে হলিউডে পা দিয়েছেন প্রিয়ঙ্কা চোপড়া। প্রায় ১০ বছরের বেশি সময় সেখানে টানা কাজ করার পর সাফল্যের মুখ দেখাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা। সুযোগ পেয়েছিলেন ক্যাটরিনা কাইফও। তবু সুযোগের সদ্বব্যহার করতে পারেননি 'ক্যাট'।

সম্প্রতি একটি বিদেশি সংবাদমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানান, তার কাছেও হলিউড থেকে কাজের প্রস্তাব আসে। তবে সেই সময় পরিস্থিতি এমন ছিল যে করে উঠতে পারেননি। তবে ফের কখনো কাজ করবেন কি? সেই প্রসঙ্গে ক্যাটরিনা বলেন, 'আসলে জীবনে যখন যেটা হওয়ার থাকে সেটা হয়ে যায়। হলিউডে সুযোগ এলে সেটা আমার জীবনের নতুন একটা অধ্যায় হবে। আমি খুবই আগ্রহী।'

আবার কার প্রেমে মজলেন কঙ্কনা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিয়ে ভেঙে যাওয়ার প্রায় নয় বছর হতে চলেছে। এবার নাকি আবার নতুন করে প্রেমে পড়েছেন কঙ্কনা সেন শর্মা! অভিনেত্রীর প্রেমের খবরে যেন সিলমোহর দিলেন তার সাবেক স্বামী রণবীর শোরে!

এই মুহূর্তে পরিচালনার পাশাপাশি অভিনয়ও করছেন কঙ্কনা। সুঅভিনেত্রী বলেই প্রতিষ্ঠিত তিনি। নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কখনই খুব একটা চর্চায় থাকতে পছন্দ করেন না অভিনেত্রী। তবে এবার তার ব্যক্তিগত জীবনকেই প্রকাশ্যে তুলে ধরলেন তারই সাবেক স্বামী।

বেশ কয়েক বছর প্রেম করার পর ২০১০ সালে অভিনেতা রণবীর শোরেকে বিয়ে করেন কঙ্কনা। খুবই ছিমছামভাবে হয় সেই অনুষ্ঠান। তার এক বছরের মাথায় তাদের পুত্র হারুনের জন্ম হয়। পাঁচ বছরের মাথায় দাম্পত্য জীবনে ইতি টানেন রণবীর-কঙ্কনা। তবে বিচ্ছেদ মানেই মুখ দেখাদেখি বন্ধ, এমনটা নয়। বরং ছেলের কারণে যোগযোগ হয় তাদের। সন্তানের যৌথ অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন তারা।

আসলে কঙ্কনা-অমল প্রেমের গুঞ্জন শুরু হয় একটি টুইট থেকে। ডা. নিমো যাদব কমেন্ট্রি নামের এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়। যাতে লেখা ছিল, 'মোদী-ভক্ত রণবীর শোরেকে ছেড়ে ধর্মনিরপেক্ষ অমল পরাশরের সঙ্গে 'ডেট' করার সিদ্ধান্ত একেবারে সঠিক, কঙ্কনা সেন শর্মার।' তাতেই অভিনেতা লেখেন, 'আমিও একমত।' এর পর থেকেই শুরু হয়েছে জল্পনা। যদিও এই প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেননি কঙ্কনা।

ধর্মীয় বিষয়ে 'অ্যালার্জি' বিদ্যা বালানের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান অভিনীত 'দো আউর দো পেয়ার' সিনেমাটি সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে। আর সিনেমার প্রচারণার অংশ হিসেবে তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন একটি ভারতীয় গণমাধ্যমের। সেখানে নিজের নতুন সিনেমাসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন এই অভিনেত্রী। করেছেন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্যও।

বিদ্যা বালান বলেন, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, শিক্ষ্ম এই তিন খাতে আমি কাজ করে থাকি। তাই কেউ যদি হাসপাতাল, স্কুল কিংবা টয়লেট তৈরির জন্য টাকা চান, তাহলে আমি নিশ্চয়ই টাকা দেব। কিন্তু ধর্মের জন্য বা ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণের জন্য অর্থ দান করার কথা বললে, আমি কখনো কোনো টাকা দেবো না। যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, নিয়মিত পূজা করি।

'ডার্টি পিকচার' খ্যাত এই অভিনেত্রী আরও বলেন, রাজনীতি নিয়ে কিছু বলতে চাই না। কারণ, কিছু বলে বসলেই সিনেমা বয়কটের ডাক উঠতে পারে।

'দো অউর দো প্যায়ার' সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন শীর্ষ গুহঠাকুরতা। এতে বিদ্যা ছাড়াও ইলিয়েনা ডি'ক্রুজ, প্রতীক গান্ধী, সেন্থিল রামমূর্তি প্রমুখ অভিনয় করেছেন।

কবে মাঠে ফিরবেন বিশ্বকাপজয়ী এনজো, যা জানা গেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর মাত্র মাস দেড়েক পরই শুরু হবে দক্ষিণ আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা কোপা আমেরিকা। ঠিক তার আগে ছুরি-কাঁচির নিচে গেলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ। অনেকদিন ধরেই তিনি কুঁচকির নিচের অংশে ব্যথা অনুভব করছিলেন, যাকে স্পোর্টস হার্নিয়া বলে। কোপা আমেরিকার আগে সেই সমস্যা সারিয়ে তুলতে ইংলিশ ক্লাব চেলসি এবং আর্জেন্টিনা টিম ম্যানেজমেন্ট তাকে সার্জারি করতে পাঠায়। তবে এখন প্রশ্ন তিনি কোপার আগেই সেরে উঠতে পারবেন কি না!

মূলত এমন আশঙ্কা থেকেই বেশ কয়েকদিন ধরে এনজো সার্জারি করানো নিয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলেন। এর ভেতরই গত এক সপ্তাহে তার ব্যথা আরও বেড়ে যায়। ফলে এনজোকে যত দ্রুত সম্ভব তার হার্নিয়ার চিকিৎসা করানোর জন্য চাপ দিয়ে আসছে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন (এএফএ)। যাতে করে কোপা আমেরিকার আগে পূর্ণ ফিটনেসে ফিরতে তিনি পর্যাপ্ত সময় পান। অবশেষে গতকাল (বৃহস্পতিবার) তার হার্নিয়া সার্জারি সম্পন্ন হয়েছে।

যদিও চেলসির চাওয়া ছিল চলতি মৌসুম শেষেই এনজো ফার্নান্দেজ যেন চিকিৎসকের ছুরির নিচে যান। কিন্তু ওই সময় সার্জারি করালে বিশ্বকাপজয়ী এই মিডফিল্ডারকে ছাড়াই কোপা আমেরিকায় খেলতে হতো আলবিসেলেস্তেদের। যে কারণে চেলসির ম্যাচ উপেক্ষা করেই সার্জারি করাতে চান এনজো। শেষ পর্যন্ত তিনি সফলও হয়েছেন। এনজোর সফল সার্জারি শেষে নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি দিয়েছেন জীবনসঙ্গীনি ভ্যালেন্টিনা কার্ভান্তেস। যার ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'সুস্থ হয়ে ওঠো, ভালোবাসা।

মাংসপেশির ওই চোটের কারণে চেলসির হয়েও পুরো সময় খেলতে পারছিলেন না এনজো। আর্সেনালের বিপক্ষে কিছুদিন আগে তার দল ৫-০ গোলে বড় হার দেখেছিল। যেখানে তার পারফরম্যান্স ছিল হতাশাজনক, কারণ শতভাগ ফিট না হয়েই খেলতে নেমেছিলেন এই আর্জেন্টাইন। এরপরই এনজো যত শিগগিরই সম্ভব সার্জারি করানোর ইচ্ছার কথা জানান। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও ওই সার্জারি থেকে সেরে উঠতে তার ৩-৪ সপ্তাহ সময় লাগবে জানিয়েছেন। তাই তো কোপা আমেরিকায় লিওনেল স্কালোনির অধীনে খেলার সুযোগ হারাতে চাননি এনজো, ফলে চেলসির ম্যাচ রেখেই তিনি এই সার্জারিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস বলছে, হার্নিয়ার সমস্যা কাটিয়ে উঠে বিশ্বজয়ী এই আর্জেন্টাইনের শারিরীক ফিটনেস ঠিক হতে মাসখানেক সময় লাগবে। সে কারণেই তাকে চেলসির ম্যাচ রেখে সার্জারি করাতেই হতো, এছাড়া আর্জেন্টিনার হয়ে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট কোপায় খেলার সেরা কোনো উপায় ছিল না। আগামী ২০ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কোপা আমেরিকার আসর শুরু হবে, যেখানে আলবিসেলেস্তেরা উদ্বোধনী ম্যাচেই খেলবে কানাডার বিপক্ষে।

উল্লেখ্য, ২০২৬ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ৪৮তম কোপা আমেরিকার আসর বসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ল্যাটিন আমেরিকার ১৪টি দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কনকাকাফ অঞ্চলের দুই দল কানাডা ও কোস্টারিকা। গ্রুপ অব ডেথখ্যাত 'এ'-তে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ মহাদেশীয় দুই দেশ পেরু এবং চিলি। আর সর্বশেষ দল হিসেবে ওই গ্রুপে যুক্ত হয়েছে উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডা। অন্যদিকে, তুলনামূলক সহজ গ্রুপ 'ডি'-তে ব্রাজিল খেলবে কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে ও বাছাই পেরিয়ে আসা কোস্টারিকার সঙ্গে।

ফিফার নিষেধাজ্ঞায় পড়তে পারে স্পেন ফুটবল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার আইন অনুযায়ী, কোনো দেশের ফুটবল ফেডারেশনে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ অবৈধ। যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে তবে সেই দেশকে নিষিদ্ধ করে ফিফা। তেমনই এক নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়তে পারে স্পেন ফুটবলের কার্যক্রম।

দেশটির ফুটবল ফেডারেশনকে (আরএফইএফ) পরিচালনার জন্য বিশেষ কমিটি ঘোষণা করে স্পেনের সরকার। মূলত এ কারণেই ফিফা থেকে নিষেধাজ্ঞা পেতে পারে তারা। নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ফুটবল ফেডারেশন চলমান সংকট ও স্পেনের স্বার্থ রক্ষায় দেশটির সরকার এই বিশেষ কমিটি গঠন করেছে বলে জানিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সিএসডি)। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বিশেষ কমিটি গঠনের ঘোষণা দেয় স্পেনের সরকারি সংস্থা সিএসডি।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'আরএফইএফ যে গুরুতর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা ঠিক করতে এবং সংস্থাটির পুনর্জাগরণ ঘটাতে স্পেন সরকার একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফেডারেশনের তত্ত্বাবধান, স্বাভাবিকীকরণ ও প্রতিনিধিত্বের জন্য এ কমিশনের নেতৃত্বে থাকবেন স্বীকৃত মর্যাদাবান স্বতন্ত্র ব্যক্তিরা।'

স্বাভাবিকভাবে এ বিশেষ কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াকে ভালোভাবে নেয়নি ফিফা ও উয়েফা। এক যৌথ বিবৃতিতে দুই সংস্থা জানিয়েছে, 'সিএসডির তথাকথিত তত্ত্বাবধান, স্বাভাবিকীকরণ ও প্রতিনিধিত্ব কমিশন আরএফইএফের স্বাধীনভাবে ও সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই কার্যাবলি পরিচালনার বাধ্যবাধকতাকে প্রভাবিত করতে পারে। ফিফা এবং উয়েফা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে অতিরিক্ত তথ্য চাইবে।'

গত বছর নারী ফুটবল বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে স্পেন। সেবার শিরোপা বিতরণের মঞ্চে চুমু-কাণ্ডে ফেডারেশনের প্রধানের পদ হারান লুইস রুবিয়ালেস। আর দুর্নীতির অভিযোগে আটক হন তিনি। এরপর থেকেই অস্থিরতা চলছে স্প্যানিশ ফুটবলে।

আগামী জুনে জামার্নিতে বসবে ইউরো কাপ। এর আগে নিষেধাজ্ঞা পেলে ইউরোপীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে বিপাকে পড়তে হতে পারে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।

কোহলির ব্যাটিংয়ে ধীরগতি, কঠোর সমালোচনায় গাভাস্কার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের এবারের আসরে খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই রেয়ল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। পর পর টানা ৬ ম্যাচ হেরেছে তারা। তবে গতকাল সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিপক্ষে ৩৫ রানে জিতেছে তারা। কিন্তু জেতার পরেও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন ব্যাঙ্গালুরুর বিরাট কোহলি। ম্যাচটিতে কোহলি ব্যক্তিগত অর্ধশতকের দেখা পেলেও তার ইনিংসটি ছিল ধীরগতির। ম্যাচটি হারলে যার দায়টা হয়তো নিতে হতো তাকে। আর একারণেই ভারতীয় তারকা ব্যাটারের মন্থর ব্যাটিং নিয়েই চলছে সমালোচনা। তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন দেশটির কিংবদন্তি ব্যাটার সুনীল গাভাস্কারও।

৩৭ বলে হাফসেঞ্চুরি করার পর, ৪৩ বলে ৫১ করে আউট হয়ে যান কোহলি। তার ইনিংসটি সাজানো ছিল চারটি চার এবং একটি ছক্কার মারে। কোহলির রান দলের জন্য মূল্যবান হলেও, তিনি যে গতিতে রান তুলেছেন, সেটা উদ্বেগের বিষয় বলে দাবি করেছেন গাভাস্কার। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে। সাবেক ভারতীয় এই ব্যাটার স্ট্রাইক রেটকে গুরুত্ব দেওয়ার দাবি তুলেছেন।

প্রথম ১৮ বলে ৩২ রান করেছিলেন কোহলি। কিন্তু তার পরের ১৯ রান করতে তিনি খরচ করেন ২৫ বল। ধারাভাষ্য দেওয়ার সময়ে গাভাস্কার বলেন, 'বিরাট কোহলি মাঝের ওভারে তার ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমার ঠিক মনে নেই, তবে কোহলি ৩১-৩২ রান করার পর একটি বাউন্ডারিও মারেননি। আপনি যখন ওপেন করতে নামছেন এবং ১৪-১৫ ওভার পর্যন্ত ব্যাট করছেন, তখন আপনার ১১৮ স্ট্রাইক রেট আশা করা যায় না। দল আপনার থেকে এমনটা আশা করে না। বরং আরও ভালো কিছু আশা করে।'

কোহলির মন্থর ব্যাটিংয়ের দিনে ঝড় তুলেছেন রজত পাতিদার। আরসিবির এই ব্যাটার মাত্র ১৯ বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। পাতিদার ও শেষ দিকে ক্যামেরন গ্রিনের ইনিংসের সুবাদে ব্যাঙ্গালুরুর পুঁজি দুইশো ছাড়ায়। আগে ব্যাট করতে নেমে ২০৭ রানের লক্ষ্য ছুঁড়ে দেয় স্বাগতিক হায়দরাবাদকে। যার বিপরীতে ট্রাভিস হেড, হেনরিখ ক্লাসেনরা ঝড় তুলতে না পারায় কামিন্সের দল থেমে যায় ১৭১ রানে।

টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বরেকর্ড গড়ে জিতল পাঞ্জাব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের ইতিহাসে ইডেন গার্ডেন্সে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান। এক ইনিংসে নিজেদের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান। বেশ কয়েকটি রেকর্ড গড়েই স্কোরবোর্ডে ২৬১ রানের বিশাল পুঁজি গড়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তবে চার ছক্কার বৃষ্টির ম্যাচে পাহাড়সম পুঁজিও জয়ের জন্য যথেষ্ট হলো না কলকাতার জন্য। ৮ বল হাতে রেখেই ৮ উইকেটের বড় জয় পেয়েছে পাঞ্জাব সুপার কিংস। শুধু আইপিএল নয়, যে কোনো টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেই সর্বোচ্চ রান তাড়ায় নজির গড়ল প্রীতি জিনতার দল।

শুক্রবার ইডেন গার্ডেন্সে টস হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে দুই ওপেনার ফিল সল্ট আর সুনীল নারিনের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ভর করে ৬ উইকেটে ২৬১ রানের বড় পুঁজি গড়েছিল কলকাতা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জনি বেয়ারস্টোর দুর্দান্ত শতকে ভর করে ৮ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় পাঞ্জাব। ৪৮ বলে ৮ চার ও ৯ ছক্কায় ১০৮ রানে অপরাজিত থাকেন বেয়ারস্টো। এ ছাড়া ২৮ বলে ৬৮ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেছেন শশাঙ্ক সিং।

ভারত-বাংলাদেশসহ এশিয়ার এই অঞ্চলে কার্যত প্রবল খরা চলছে। ঝড় বৃষ্টির দেখা নেই কোথাও। তাপপ্রবাহ প্রতিদিনই রেকর্ড ভাঙছে। এর মধ্যেই কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সের বাইশগজে যেন কালবৈশাখী তুফান ছোটালেন দুই দলের ব্যাটাররা। একটা পরিসংখ্যানে আরেকটু পরিস্কার করা যাক এই ম্যাচটা। কলকাতা ও পাঞ্জাব মিলে ৩৮.৪ ওভারে রান করেছে ৫২৪! উভয় দল ছক্কা মেরেছে ৪২টি! যা টি-টোয়েন্টিতে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড। এ ছাড়া আজকের ম্যাচে চারের মার রয়েছে ৩৮টি! মোট চার-ছক্কা ৮০টি! শুধু ছক্কা থেকে এসেছে ২৫২ রান (প্রায় ৫০%)। চলতি আসরে যেন উড়ছিল কলকাতা। এদিনও টস হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে কলকাতাকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন দুই ওপেনার ফিল সল্ট ও সুনীল নারিন। দুজনে মিলে পাওয়ার প্লেতে যোগ করেন ৭৬ রান। ৮ ওভারেই তিন অঙ্ক ছাড়িয়ে যায় স্বাগতিকরা। ৩৭ বলে ৩৫ রান করে সল্ট সাজঘরে ফিরলে ভাঙে ১৩৮ রানের উদ্বোধনী জুটি।

সল্টের মতোই তাণ্ডব চালিয়েছেন নারিনও। তার ব্যাট থেকে আসে ৩২ বলে ৭১ রান। এই ইনিংস খেলার পথে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে শীর্ষ দুইয়ে উঠে এসেছেন এই ক্যারবিয়ান ওপেনার। চলতি আসরেই তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছেছেন। দুই ওপেনারের গড়ে দেওয়া ভিতে দাঁড়িয়ে বোলারদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন মিডল অর্ডারের ব্যাটাররা। পাঁচে নেমে ১২ বলে ২৪ রান করেছেন আন্দ্রে রাসেল। শ্রেয়াস আইয়ারের ব্যাট থেকে এসেছে ১০ বলে ২৮ রান। তাছাড়া ২৩ বলে অপরাজিত ৩৯ রানের ইনিংস খেলেন ভেঙ্কেটেশ আইয়ার।

২৬২ রানের লক্ষ্য একপ্রকার অসম্ভবই ছিল পাঞ্জাবের কাছে। এমনিতেও ভালো ফর্মে নেই তারা। কিন্তু প্রথম থেকেই মারকুটে ব্যাটিং শুরু করেন প্রভসীমরন সিং আর জনি বেয়ারস্টো। প্রভসীমরনের ৫৪ রানের ইনিংসে ছিল ৫টি ছয় ও চারটি চারের মার। অন্যদিকে বেয়ারস্টো তুলে নেন নিজের দ্বিতীয় আইপিএল সেঞ্চুরি। বলতে গেলে তাঁর হাতেই পরাস্ত হয় কেকেআর। মাঝে রাইলো রুশো ঝড় তোলার আভাস দিয়েও ইনিংস বড় করতে পারেননি। ফিরে গেছেন ১৬ বলে ২৬ রান করে। ইডেনের আলো ঝলমলে রাতে শেষের দিকে সব আলো কেড়ে নেন শশাঙ্ক সিং। ২৮ বলে ৬৮ রানের ইনিংসে তার ব্যাট থেকে আসে ৮টি ছয়। কলকাতার হয়ে একমাত্র সাফল্য পেয়েছেন নারিন। ৪ ওভারে ২৪ রান দিয়ে এক উইকেট শিকার করেন তিনি। এছাড়া কেউই উইকেটের দেখা পাননি।

গোল বন্দনায় প্রিমিয়ার লিগ, একের পর এক নতুন রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবল ভক্তদের কাছে প্রিমিয়ার লিগ যেন দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ। কারণ পৃথিবীতে যত যাই কাজ থাকুক রাতে খেলা আছে মানেই তা জাকজমকপূর্ণ। আর তাইতো বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ঘরোয়া ক্রীড়া আসর ভাবা হয় এই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগকে।

প্রিমিয়ার লিগের এত বেশি জনপ্রিয়তার অবশ্য ভিন্ন একটি কারণও রয়েছে। সেটি হচ্ছে গোলের বন্যা। প্রতিপক্ষের জালে গোল দেওয়াটা যেমন আরেক প্রতিপক্ষের জন্য চ্যালেঞ্জের, ঠিক তেমনই দর্শকদের জন্য রোমাঞ্চকর।

গোলের এই খেলায় একটি গোলের মাধ্যমে যেমন একটি দলের ভাগ্য নির্ধারণ হয় তেমনই এক একটি খেলোয়াড়ের ক্যারিয়ারে বড় ভূমিকা রাখে। সেই ধারাবাহিকতায় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ যেন এখন গোল উৎসবে মেতেছে।

দলগুলো ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করে যাচ্ছে। সেই সাথে জনপ্রিয় এই ক্রীড়া আসর এবার ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি গোলের নতুন রেকর্ডই গড়েছে।

প্রিমিয়ার লিগে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটি ছিল সর্বশেষ ২০২২-২৩ মৌসুমের। গত বছর লিগের শেষ দিনে মোট ৩৩টি গোল হওয়ায় মৌসুম শেষ হয়েছিল ১০৮৪ গোলে। এবার গোলের রেকর্ড ভেঙে গেছে মৌসুমের ৩৫ ম্যাচ বাকি থাকতেই।

এখন পর্যন্ত হওয়া ৩৪৫ ম্যাচে মোট গোল হয়েছে ১০৯২টি। ম্যাচপ্রতি ৩.২৬টি করে। এই হারে বাকি ম্যাচগুলোতেও গোল হলে আরেকটি রেকর্ড গড়বে প্রিমিয়ার লিগ।

১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৪৯৫ মৌসুম পর্যন্ত প্রিমিয়ার লিগে খেলত ২২টি দল। ওই তিন মৌসুমে প্রতিটি দলের ম্যাচ ছিল ৪২টি করে, মোট ম্যাচ হয়েছে ৪৬২টি করে। স্বাভাবিকভাবে গোলও হতো বেশি। ১৯৯২-৯৩ মৌসুমে সব কটি দল মিলে করেছিল ১২২২টি গোল। প্রতি ম্যাচে গোল হয়েছিল ২.৬৪৫টি করে। এবার বাকি থাকা ম্যাচে ৩.২৬ হারে গোল হলে মৌসুম শেষে গোলসংখ্যা হবে ১৩২৯টি।

চলতি মৌসুমে লিগে গোলের ছড়াছড়ি আর্সেনাল, লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে। মৌসুম প্রায় শেষ হতে চললেও এখনো শিরোপা লড়াইয়ে আছে তিন দল। এর মধ্যে আর্সেনাল ৩৪ ম্যাচে করেছে ৮২ গোল, সমান ম্যাচে লিভারপুলের গোল ৭৪টি। আর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন সিটি ৭৩ গোল করেছে ৩২ ম্যাচে।

দলগুলোর গোলের আধিক্য যাদের কারণে, সেই ফরোয়ার্ডদের মধ্যেও চলছে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সবচেয়ে বেশি ২০টি করে গোল করেছেন সিটির আর্লিং হলান্ড ও চেলসির কোল পালমার। অ্যাস্টন ভিলার ওলি ওয়াটকিনসের গোলসংখ্যা ১৯টি।

সৌদি প্রো লিগে জয় পেল আল হিলাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল-ফাতেহর বিপক্ষে জয় তুলে নিয়েছে আল-হিলাল। লিগের অপর দুই ম্যাচে জয় পেয়েছে আল-তা'উন ও আল-শাবাব।

২৬ এপ্রিল) রাতে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল-ফাতেহর বিপক্ষে ৩-১ গোলে জয় পায় আল-হিলাল। দামাকের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয় পায় আল-তাউন। আর আল-ইত্তিহাদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আল-শাবাব।

রিয়াদে রাত ৯টায় মাঠে নেমেছিল হিলাল। দলটির হয়ে গোল করেন মাইকেল ডেলগাডো, রুবেন নেভেস ও আলী আল-বুলাইহি। ফাতেহর পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন লুকাস জেলারায়ান।

শাবাবের বিপক্ষে বড় ধাক্কা খেয়েছে ইত্তিহাদ। জেদ্দায় নেমে দলটি ৩-১ গোলে উড়ে গিয়েছে। শাবাবের হয়ে গোল করেন হাবিব দিয়ালো, কার্লোস ও আল-জুওয়ার। ইত্তিহাদের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন আবদেররাজাক হামদাল্লাহ। অপর ম্যাচে জোয়াও পেদ্রোর গোলে জয় তুলে নেয় আল-তা'উন। এই ম্যাচে খেলার শেষদিকে দামাকের ফুটবলার আহমদ ইউসুফ জেইন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন।

এই মুহূর্তে ২৮ ম্যাচ শেষে ৮০ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে রয়েছে আল-হিলাল। সমান ম্যাচ খেলে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর আল-নাসর রয়েছে দুইয়ে। তাতে শিরোপার দৌড়ে ভালোভাবেই এগিয়ে রয়েছে হিলাল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR